

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

12602 - ফজররে কয়কে মনিটি পূর্ব থেকে রোযা শুরু করা বদিত

প্রশ্ন

কোন এক দেশের লোকেরা বলেন রোযা শুরু করার সময় হচ্ছে— ফজররে প্রায় দশ মনিটি পূর্ব থেকে। এ সময় থেকে মানুষ রোযা রাখা শুরু করে এবং পানাহার থেকে বরিত থাকে। তাদের এ কর্ম কিসঠকি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এ কর্ম সঠকি নয়।

কেননা আল্লাহতাআলা রোযাদারের জন্য ফজর উদতি হওয়া পরসিফুট হওয়া অবধি পানাহার করা বধৈ করছেন। আল্লাহতাআলা বলেন: “আর কালো রাখো থেকে প্রভাতের সাদা রাখো স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ রাতের অন্ধকার চলে গিয়ে ভোরের আলো উদ্ভাসতি না হওয়া পর্যন্ত) তোমরা পানাহার কর।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭]

ইমাম বুখারী (১৯১৯) ও ইমাম মুসলিম (১০৯২) ইবনে উমর (রাঃ) ও আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, বলিাল (রাঃ) রাত থাকতে আযান দতিনে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ‘ইবনে উম্মে মাকতুম আযান দয়ো পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর। কেননা সে ফজর না হলে আযান দয়ে না’।

ইমাম নববী বলেন:

“এ হাদসি ফজর উদতি হওয়া পর্যন্ত পর্যন্ত পানাহার ও অন্যান্য বিষয় জায়যে হওয়ার দললি রয়েছে।”[সমাপ্ত]

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) ‘ফাতহুল বারী’ গ্রন্থে (৪/১৯৯) বলেন:

“এ যামানায় রমযান মাসে ইবাদতেরে ক্ষত্রে সতর্কতা অবলম্বনেরে দোহাই দয়ি ফজররে প্রায় তহেই ঘন্টা পূর্ববে দ্বিতীয় আযান দয়ো এবং বাত নিভিনদের যে প্রথা চালু করা হয়েছে; যে বাতগিলো রোযা রাখতে ইচ্ছুক ব্যক্তরি জন্য পানাহার নষিদিধ হওয়ার আলামতস্বরূপ — সটো নকিষ্ট বদিত।”[সমাপ্ত]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

কোন কোন ক্যালেন্ডারের রোযা শুরু করার সময় ফজর হওয়ার ২০ মিনিট পূর্বে নির্ধারণ করা সম্পর্কে শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞাসে করা হলে তিনি বলেন:

এটি বিদিত। সূন্বাহতে এর কোন ভিত্তি নেই। বরং সূন্বাহ হচ্ছে এর বিপরীত। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিবাবে বলেন: “আর কালো রাখো থেকে প্রভাতের সাদা রাখো স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ রাতের অন্ধকার চলে গিয়ে ভোরের আলো উদ্ভাসিত না হওয়া পর্যন্ত) তোমরা পানাহার কর।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “নশিচয় বলিলাল রাত থাকতে আযান দিয়ে / অতএব তোমরা ইবনে উম্মে মাকতুমের আযান শুনা পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর / কেননা সে ফজর না হলে আযান দিয়ে না”। রোযা শুরুর ক্ষেত্রে কিছু লোক আল্লাহ তায়্যব্বু ফরয করছেন তার চয়ে যে সময় বাড়াচ্ছেন এটি বাতলি এবং আল্লাহর ধর্মের মধ্যে বাড়াবাড়ি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “বাড়াবাড়িকারীগণ ধ্বংস হল / বাড়াবাড়িকারীগণ ধ্বংস হল / বাড়াবাড়িকারীগণ ধ্বংস হল” [সহিহ মুসলিম (২৬৭০)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।